Sreyasree Dey

সমাজ যে সকল প্রথা, রীতি নীতি প্রচলিত আছে সমাজস্থ মানুষ প্রশ্নহীনভাবে সেসবের অনুসরণ করে ও পালন করে। কিন্তু, এইসব প্রথা রীতি-নীতির সামাজিক তাৎপর্য বা এর যৌক্তিকতা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সমাজের অধিকাংশ সদস্য যান্ত্রিকভাবে এসবের অনুসরণ (confo:m) করে, কেউ কেউ আবার বিচ্যুতও (deviant) হয়।

সামাজিক গবেষণাভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ (Objective) অন্বেষণ সাধারণ বোধ সঞ্জাত বিষয়ীগত (subjective) ভাবনার থেকে আলাদা হয়ে থাকে। যদিও সামাজিক গবেষণা প্রক্রিয়ায় এই সাধারণ বোধ জাত ধারণা গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন নতুন তথ্য, নথি বা সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে সাধারণ বোধসম্ভূত প্রস্তাবনাগুলিকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এর ফলে দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে চলে আসা সাধারণ বোধজাত কোনো সামাজিক ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিছু ধারণা সংশোধিত হয় আবার কিছু সাধারণ বোধজাত ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

সহজ করে বলা যায়, সাধারণবোধজাত সনাতনী, সংস্কারাচ্ছন্ন ও অপরিবর্তনশীল জ্ঞানের বিপরীত দিকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে সামাজিক গবেষণা হল বস্তুনিষ্ঠ (objective), তথ্যপ্রমাণ-নির্ভর এবং পরিবর্তনশীল। গিডেনস্-এর মতে, সাধারণ বোধজাত ধারণা সামাজিক গবেষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাপকতর ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সি. রাইট মিলস (C. Wright Mills)-এর বিখ্যাত মন্তব্যের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে, 'সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা', 'সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার' (The Sociological Imaginations) ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ধরাবাধা রুটিন মাফিক চিন্তা করার পরিবর্তে নতুনভাবে দেখা। বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এই চিন্তার অংশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রুচি, অভ্যাস ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সমাজ গবেষক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে বস্তুনিষ্ঠভাবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে সামাজিক গবেষণা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেই কারণে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যকারণ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানে সামাজিক গবেষণা অপারগ হয়।

বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity) সমাজবিজ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করে আরও বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ঘটনাবলী অনুধাবন করতে হবে। বিভিন্ন সমাজের জীবনধারা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ তৈরি করা দরকার।